## পটুয়াখালীর নারী শিক্ষা উন্নয়নে উপবৃত্তি সুবিধা

উপবৃত্তি চালুর পর পটুয়াখালীর আউলিয়াপুরের মেয়েরা এখন স্কুলমুখী। কমে গেছে ঝরে পড়ার হার। স্কুলগামী মেয়েদের চোখে ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন।

২৫/৩০ বছর আগের কথা।নারীদের সাক্ষরজ্ঞান উ"চশিক্ষার হার ছিল হাতেগোনা। সে সময়ে মেয়েদের স্কুল-কলেজে যেতে সামাজিক বঞ্চনাসহ নানা রক্তচক্ষু ও সমালোচনার শিকার হতে হতো। তখনকার কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষের ধারণা ছিল, নারীদের জন্ম হয়েছে শুধু গৃহস্থলী কাজ ও সংসার সামলানোর জন্য। কিন্তু সময়ের ধাপে নারীরা আজ পুর"ষের সমান এগিয়ে চলছে। আর এ নারীদের অগ্রগামিতায় নারী উপবৃত্তি এক বড় ভুমিকা পালন করছে।

পটুয়াখালী সদর উপজেলা থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দুরের একটি ইউনিয়ন আউলিয়াপুর। সদর উপজেলার খুব কাছের ইউনিয়ন হলেও ইউনিয়নের সর্বত্রই অনুন্নয়নের ছাপ। কিন্তু শিক্ষার আলো পাল্টে দিয়েছে এ গ্রামের সার্বিক পরিবেশ। গ্রামের অভিভাবকরা যে সচেতন তা বাড়ির পরিবেশ দেখেই আঁচ করা যায়। এ গ্রামের নারী শিক্ষার হার বেড়ে যাওয়ায় অভিভাবকরা এখন বুঝতে শিখেছে বাল্যবিবাহের কুফল, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার, শিশুস্বাস্থ্য এবং নারী শিক্ষার সুফল সম্পর্কে।

সরেজমিনে এ ইউনিয়নের উত্তর বাদুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে ষষ্ঠ-১০ম শ্রেণী কক্ষ পরিদর্শন করে ছাত্রীদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখে ধারণা করা যায়, ছাত্রী উপবৃত্তি মেয়েদের স্কুলমুখী করেছে।

রেহেনা বেগম (১৫ নবম শ্রেণীর মানবিক বিভাগের ছাত্রী। বাবা একজন কৃষক। সে জানায়, ৩ বোন ২ ভাই নিয়ে ৭ জনের সংসার চালাতে তার পিতাকে হিমশিম খেতে হয়। তার ওপর ৫ ভাইবোনের লেখাপড়ার খরচ। সরকার উপবৃত্তি দেয়ায় বই, কাগজ কলম তার বাবাকে কিনতে হ"ছে না। এ উপবৃত্তির টাকার কারণেই সে এখন লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারছে। এ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী মরিয়ম আক্তার (১৩) জানায়, আর্থিক অনটনের কারণে তার বাবা-মা পঞ্চম শ্রেণী পাস করার পর আর পড়াতে রাজি ছিলেন না। তার বাবা-মা বলেন 'যাদের সংসার চলেনা তাগো ল্যাহাপড়া দিয়া কী হইবে।' কিন্তু যখন সরকার ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য উপবৃত্তি দি"ছে তখন তারা তাকে স্কুলে ভর্তি করায়। মরিয়ম বলেন, উপবৃত্তি চালু না হলে তার আর পড়ালেখা হতো না।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী হাওয়া আক্তার বলে, তার পড়ালেখা করার ই"ছার কারণে বাধ্য হয়ে পরিবারের অস"ছলতার মধ্যেও তাকে লেখাপড়া করা"ছ। অস"ছল কৃষক পরিবারে জন্ম নিয়েও হাওয়ার ই"ছা, সে বড় হয়ে ডাক্তার হবে। হাওয়া বলে- উপবৃত্তি চালু না হলে তার হয়তো লেখাপড়া করা হতো না। উপবৃত্তি দেয়ায় সে এখন নিজের চাহিদাটুকু নিজেই পুরণ করতে পারছে। প্রয়োজনমতো বই, খাতা, কলম কিনতে বাবা-মার কাছে টাকা চাইতে হ"ছ না।

এ স্কুলে পরিদর্শনে দেখা যায়, ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের উপস্থিতি বেশি। সপ্তম শ্রেণীর হাজিরা খাতায় ছাত্রীদের গত ৭ দিনের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, মোট ১৯ ছাত্রীর মধ্যে গড়ে প্রতিদিন ১৩জন ছাত্রী উপস্থিত। এ রকম গড় হাজিরা অন্য ক্লাসেও ।

শিক্ষকেরা জানান, জর"রি প্রয়োজন ছাড়া ছাত্রীরা স্কুল বন্ধ দেয় না। ৮/১০ বছর আগেও স্কুলে ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল নামমাত্র। অভিভাবকরা মেয়ে একটু বড় হলে মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে সাহস পেতো না। ১২/১৩ বছর বয়স হলেই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিত। কিন্তু সময়ের আবর্তনে সে দিন অনেক পাল্টে গেছে। অভিভাবকরাই এখন মেয়েদের লেখাপড়ায় বেশি গুর"ত্ব দি"ছেন। তাদের হিসাবে মেয়ে লেখাপড়া করলে এখন ক্ষতি নেই বরং উপবৃত্তি প্রাপ্ত টাকা সংসারের প্রয়োজনেও ব্যয় করা যায়।

অভিভাবক সালমা বেগম বলেন, দু'বছর আগে মিতুর বাবা মারা গেলেও মিতুর ল্যাহাপড়া বন্ধ হতে দেইনি। অন্যের বাসায় ঝির কাজ করে সংসার চালাতে হ"ছে। উপবৃত্তির টাকা না পেলে মিতুর ল্যাহাপড়া হতো না। মিতু এখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। তার ই"ছা, মিতু যে পর্যন্ত লেখাপড়া করতে চায় সে করবে।

*Source: http://www.mass-line.org/pressfreedom/*

এ প্রসঙ্গে মিতু বলে, সে বড় হয়ে শিক্ষক হবে। কারণ, গ্রামের মেয়েরা যাতে লেখাপড়া করে বড় হতে পারে, এজন্য সে শিক্ষক হবে। মায়ের দুঃখ দুর করবে।

এলাকার সত্তরোর্ধ্ব আছিয়া বেগম বলেন, কোন যুগ আইছে, সবই খালি পড়ে আর পড়ে। অথচ তাদের সময়ে ১০/১২ বছর বয়স হলেই বাবা-মা বিয়া দিতে হইতো। এখন মাইয়্যা ডাঙ্গর হইলেও বিয়া হয় না। স্কুল কলেজে পড়ে। তবে সাক্ষর জ্ঞানহীন এ বৃদ্ধা বলেন, আমাগো ছোডকালে দ্যাখতাম কত মানুষ ডায়রিয়া কলেরায় লাইন ধইরা মরতো। ডায়রিয়া হলে পানি খেতে দিত না। কিন্তু অহন ল্যাহাপড়া জানা মাইয়্যারা ডায়রিয়া হইলে কী করতে হইবো সব জানে।

রিয়া আক্তার (১৫)৭ম শ্রেণীর ছাত্রী। লেখাপড়া শিখে বড় চাকরি করবে এটা তার স্বপ্ন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী তার বাবা নুর"ল হকের অকালমৃত্যুতে তার সকল স্বপ্ন শুর"তেই শেষ হয়ে যায়। সংসারে ৩ ভাইবোন ও মা-এ চার জনের সংসার চালাতে যেখানে তার মাকে হিমশিম খেতে হয় সেখানে তার লেখাপড়ার খরচ চালানো সম্ভব হয়নি।

কিন্তু সরকার উপবৃত্তি চালু করায় রিয়া আবার স্বপ্ন দেখতে শুর" করে। সে এখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। অথচ তার এখন দশম শ্রেণীতে থাকার কথা ছিল। রিয়া বলে, বাবা মারা যাবার পর সংসারের প্রয়োজনে সে নিয়মিত ক্লাস না করতে না পারার কারণে উপবৃত্তি পায়নি। এ কারণে সে বই-খাতা কিনতে না পারায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এবার উপবৃত্তি পাওয়ায় বই কিনে আবার উদ্যমে শুর" করেছে লেখাপড়া। রিয়া বলে, সরকার উপবৃত্তি চালু না করলে তার মতো অনেক মেয়ের লেখাপড়াই হতো না।

সালমা আক্তার (১৩ ) উত্তর বাদুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। বাবা কৃষক। জমিজমা তেমন নেই বললেই চলে। সংসারে বাবা মা ও ভাই বোনসহ ১৪ জন সদস্য। প্রায় সবাই লেখাপড়া করছে। ইতিমধ্যে ৬ বোনের মধ্যে ৪ জনের বিয়ে দিয়েছে। সালমার এক ভাই ডাক্তার, অন্য ভাইরা এস,এস,সি পাস করে নিজেরা বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। উপবৃত্তির টাকা দেয়ায় পাল্টে গেছে সালমার শিক্ষাজীবন। সালমা জানায় "লেখাপড়া করার খুব ই"ছা, আমার বাবা-মা সবাই চায় লেখাপড়া করি, আগে প্রাইভেট পড়তে পারতাম না। কিন্তু সরকার আমাগো মাইয়াগো টাকা দেওয়ার ফলে এখন প্রাইভেট পড়তে পারি। বই খাতা কিনতে পারি। বই খাতা কেনার জন্য আব্বার কাছে টাকা চাওয়া লাগে না। সালমা লেখাপড়া করে ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে দেশের অসহায় গরিব মানুষদের সেবা করতে চায়।

উত্তর বাদুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শহীদুল ইসলাম বলেন–নারী উপবৃত্তি চালু হবার পর স্কুলে ছাত্রীদের উপস্থিতি বেড়ে গেছে। এমনকি অভিভাবকরাও মেয়েদের লেখাপড়া করাতে আন্তরিক হ"ছ। তিনি বলেন, যে ছাত্রী শতকরা ৭৫ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে এবং পরীক্ষার শতকরা ৪৫ নম্বর পায় সে ছাত্রীই বৃত্তি পাবে। তার স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর পর্যন্ত ১০২ জন ছাত্রীর মধ্যে ৭২ জন ছাত্রী উপবৃত্তি পায়।

এ ব্যাপারে বারেক বলেন, ১৯৯১ সালে সরকার নারী শিক্ষার হার বাড়াতে উপবৃত্তি চালু করেছে। কিন্তু এখনো সরকারের ই"ছা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রীর মাত্র ৪০ ভাগ উপবৃত্তি সুবিধা পায়। তবে তিনি বলেন, কিছু কিছু স্কুলে শিক্ষকদের দুর্নীতির কারণে ছাত্রীরা উপবৃত্তি সুবিধা পায় না। তবে এগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
ছাত্রী ও অভিভাবকদের সুপারিশ :

সরকার ১০০ ভাগ মেয়েকে উপবৃত্তি প্রদান করলে নারী শিক্ষার হার আরো বৃদ্ধি পাবে।
টাকার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা দরকার এবং ৬ মাসের পরিবর্তে ৩ মাস পরপর দেয়া।
টাকার সঙ্গে যদি ছাত্রীদের বছরে একবার স্কুল থেকে পোশাক দেয়া হতো, তাহলে আরো ভালো হয়।

***রিপোর্টটি তৈরী করেছেন: শাম্মী আক্তার তানি,কামর"জ্জামান বাঁধন,মুজাহিদুল ইসলাম তুষার ও মিলন কর্মকার রাজ***

*Source: http://www.mass-line.org/pressfreedom/*